কর্ণ পিশাচিনী: অন্ধকারের ফিসফিসানি

Tandra Majumder

পুরাতন ও ধূলোবালি জমে থাকা এক পরিত্যক্ত লাইব্রেরির অন্ধকার কোণায় অর্ণব একটি প্রাচীন তান্ত্রিক পান্ডুলিপি খুঁজে পায়। হলুদ হয়ে যাওয়া পাতার মাঝে রূপালী কালিতে লেখা ছিল এক গোপন সাধনার মন্ত্র, যা কানে অদৃশ্য সত্তা জাগ্রত করার নির্দেশ দেয়। অর্ণবের মনের গভীর কৌতুহল ধীরে ধীরে তার সমস্ত যৌক্তিক ভয়কে গ্রাস করে নেয়।

মধ্যরাতের নিস্তব্ধতায় অর্ণব তার ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে লাল মোমবাতি জ্বালিয়ে পান্ডুলিপির নির্দেশিত সাধনায় বসে। নিঝুম ঘরের চারপাশে ধূপের ধোঁয়া অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করে কুন্ডলী পাকিয়ে ওঠে, আর অর্ণব একমনে পিশাচিনী সাধনার মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। ঘরের মধ্যকার বাতাসের তাপমাত্রা মুহূর্তেই অস্বাভাবিকভাবে নিচে নেমে যায়।

মন্ত্র জপ শেষ হতেই হঠাৎ মোমবাতির নীল শিখা থরথর করে কেঁপে ওঠে। অর্ণব অনুভব করে তার বাঁ কানের ঠিক পেছনে কেউ একজন বরফের মতো শীতল নিশ্বাস ফেলছে। নিস্তব্ধ ঘর ভেদ করে এক মৃদু, হিমশীতল নারী কণ্ঠ সরাসরি তার কানের ভেতর ফিসফিস করে অতীতের এক অজানা সত্য বলে ওঠে।

পরদিন থেকে কর্ণ পিশাচিনী অর্ণবকে যেকোনো অপরিচিত মানুষের গোপনতম অতীত ও ভবিষ্যৎ বলতে শুরু করে। অর্ণব লোকালয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় প্রতিবেশি ও পথচারীদের গা ছমছমে সব秘密 কথা শুনে চমকে ওঠে। প্রথমে এই শক্তিকে জাদুকরী ও অবিশ্বাস্য মনে হলেও ধীরে ধীরে এটি তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

দিনের পর দিন সেই অদৃশ্য স্বর আর থামতে চায় না, রাতদিন অর্ণবের কানে একটানা অশুভ ফিসফিসানি চলতে থাকে। অর্ণব ঘুমানোর উদ্দেশ্যে কানের মধ্যে তুলো গুঁজে দেয়, কিন্তু কণ্ঠটি তার মাথার পেছন থেকে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনি হতে থাকে। অনবরত শব্দের অত্যাচারে অর্ণবের চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে এবং সে চরম মানসিক ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে।

ধীরে ধীরে পিশাচিনী অর্ণবকে তার নিজের অতীত ও প্রিয়জনদের সম্পর্কে ভয়াবহ ও অদ্ভুত সব বানোয়াট কথা শোনাতে শুরু করে। কোনটা কঠিন সত্য আর কোনটা পিশাচিনীর চালবাজি, তা অর্ণব আর আলাদা করতে পারে না। তার চারপাশের পরিচিত বাস্তবতা ধীরে ধীরে এক মানসিক বিভীষিকায় পরিণত হতে থাকে।

ভয়ে ব্যাকুল হয়ে অর্ণব সেই প্রাচীন পান্ডুলিপিটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু আগুনের শিখায় কাগজ জ্বলতে থাকলেও তার কানের ভেতরের কণ্ঠটি বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে অর্ণবকে ব্যঙ্গ করতে থাকে। অর্ণব বুঝতে পারে, যে সত্তাকে সে নিজের ইচ্ছায় ডেকে এনেছে, তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার কোনো পথ এই জগতে নেই।

অর্ণব নিজেকে ঘরের ভেতর বন্দী করে ফেলে এবং যেকোনো ক্ষুদ্রতম শব্দেও অস্বাভাবিক আতঙ্ক বোধ করতে শুরু করে। ঘরের দেয়ালের অন্ধকার ছায়াগুলো যেন দীর্ঘায়িত হয়ে তার কানের দিকে ঝুঁকে আসে। প্রতিটি মুহূর্ত তার মনে হতে থাকে, ঘরের কোণায় কেউ একজন তার দিকে তাকিয়ে শয়তানি হাসি হাসছে।

এক গভীর রাতে ভাঙা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অর্ণব নিজের মলিন চেহারার দিকে তাকায় এবং শিউরে ওঠে। আয়নার প্রতিবিম্বে সে দেখতে পায় এক ছায়াময় বীভৎস অবয়ব তার কানের কাছে মুখ এনে অনবরত কথা বলে যাচ্ছে। সে উপলব্ধি করে, পিশাচিনী আর কোনো বাইরের সত্তা নয়, বরং তার নিজস্ব মস্তিষ্কের গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছে।

অন্ধকার ঘরের এক কোণে হাঁটু মুড়ে বসে থাকে অর্ণব, তার দৃষ্টি স্থির ও শূন্যতায় ভরা। বাহ্যিক জগতের সমস্ত বাস্তবতার সাথে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, শুধু তার মাথার ভেতর অনবরত বেজে চলেছে সেই অন্তহীন অশুভ ফিসফিসানি। কর্ণ পিশাচিনীর মনস্তাত্ত্বিক মায়াজালে অর্ণবের চেতনা চিরতরে বন্দি হয়ে যায়।